মূলশব্দাবলী:
ধার্মিক/ ন্যায়পরায়ণ
প্রভাব
বন্ধুত্ব/ সঙ্গ

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
17 October 2025 / 25 Rabiulakhir 1447H

ধার্মিক বন্ধুত্বের গুরুত্ব

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

যুমরাতাল মুমিনিন রহিমাকুমুল্লাহ,

আসুন আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি—তাঁর সব আদেশ পালন করে এবং তাঁর সব নিষেধ থেকে বিরত থেকে।

আসুন আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর ধার্মিক বান্দাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখি, যাতে আমাদের মধ্যে পবিত্রতা ও তাকওয়া আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালা যেন প্রতিটি নেক ও ধার্মিক বন্ধুত্বকে রক্ষা করেন এবং আমাদের সবাইকে জান্নাতে পুনরায় একত্রিত করেন।

আমিন, ইয়া রাব্বুল ‘আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কারা? এবং কে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের যোগ্য?

হয়তো আমাদের মনে ভেসে ওঠে সহকর্মী, সহপাঠী, স্কুলের বন্ধু বা যাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে—এমন কিছু মানুষের ছবি।

আপনি কি বিশ্বাস করবেন, যদি আমি বলি যে এই দুনিয়ায় কিছু মানুষ একে অপরের বন্ধু হলেও কিয়ামতের দিনে তারা শত্রুতে পরিণত হবে?

মনে হবে, যেন আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অনুতপ্ত হচ্ছি।

প্রিয় ভাইয়েরা,

সুরা আজ- জুখ্রুফ-এর ৬৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কি বলেছেন তা শুনে নেই,

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ٦٧

অর্থঃ বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়.

আসলেই, বন্ধুত্বের বিষয়টি—যেটিকে আমরা কখনও কখনও হালকাভাবে দেখি—একজন মুসলমানের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অন্যভাবে বললে, প্রকৃত বন্ধুরা তারা-ই, যারা তাকওয়া ও সৎকর্মে গুরুত্ব দেয়, ভালো কাজে আনন্দ পায়, এবং আমাদেরও সেই একই পথে চলতে নিয়মিত উৎসাহিত করে।

“মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ধর্ম (জীবনাচরণ) অনুসরণ করে। তাই তোমাদের প্রত্যেকে যেন দেখে নেয়, সে কাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে।” (বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বন্ধুত্ব ও একজন মানুষের ধর্মীয় জীবনের মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক দেখিয়েছেন। আমাদের বন্ধুত্ব ও সামাজিক পরিসর আমাদের ধর্মচর্চা ও জীবনযাপনের ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে।

আমার বিশ্বাস, আমরা অনেকেই এই বাস্তবতাটি বুঝি। তাই আসুন, আজকের খুতবার এই উপদেশটি উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করি।
আগে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে শিক্ষা নিয়ে, আমি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্ব বিষয়ে তিনটি পরামর্শ শেয়ার করতে চাইঃ

প্রথমত: ভালো ও খারাপ প্রভাব চেনা

আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: এই বন্ধু কি আমাকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে, নাকি তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে?
হ্যাঁ, প্রিয় ভাইয়েরা, এই প্রশ্নটি সব বয়সের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য—যুবক হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক।

আজকাল বন্ধুত্ব শুধু বাস্তব জগতে নয়, গড়ে উঠছে ডিজিটাল জগতেও—সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ও অনলাইন গ্রুপ চ্যাটের মাধ্যমে—যার প্রত্যেকটিরই নিজস্ব প্রভাব রয়েছে।
আমাদের উচিত সেইসব প্রভাব থেকে দূরে থাকা, যেগুলো পাপের দিকে আহ্বান করে, যেমন—পরনিন্দা বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো, কিংবা পাপাচারকে হালকাভাবে দেখা।

অন্যদিকে, যখন আমরা ইতিবাচক প্রভাবসম্পন্ন মানুষদের চিনতে পারি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলি, তখন তারাই আমাদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়।
রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন ভালো বন্ধুকে সুগন্ধ বিক্রেতার সঙ্গে তুলনা করেছেন—তার সান্নিধ্যে গেলে আমরা অবশ্যম্ভাবীভাবে তার সুগন্ধ, অর্থাৎ তার ভালো গুণের প্রভাব লাভ করি।

দ্বিতীয়ত: আমাদের জীবনে নেক বন্ধুত্বের উদাহরণ হয়ে ওঠা

এই বিষয়ে আমাদের আন্তরিকভাবে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: আমরা কি এমন এক ইতিবাচক প্রভাব, যারা বন্ধুদের নেক ও ধার্মিক হতে উৎসাহিত করি? নাকি আমাদের কারণেই তারা পাপাচারের পথে পড়ে যায়?

প্রিয় ভাইয়েরা, যেমন আমরা ভালো প্রভাবের সংস্পর্শে থাকতে চাই, তেমনি আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা আমাদের বন্ধুত্বে ইতিবাচকতার উৎস হয়ে উঠি।
আসুন আমরা একসঙ্গে চেষ্টা করি এমন মানুষ হতে, যারা নিজেদের উত্তম চরিত্র, উদার মন, সহানুভূতি, বিচারহীনভাবে শোনা এবং বিপদের সময়ে পাশে থাকার মাধ্যমে বন্ধুদের ঈমানকে দৃঢ় করে।

আমরা যেন জ্ঞান ও সহানুভূতির সঙ্গে পরামর্শ দিই।
আমরা যেন শুধু আড্ডা ও হাস্যরসের সঙ্গী না হই, বরং এমন সঙ্গী হই যারা একে অপরকে জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

<u>তৃতীয়ত: নেক বন্ধুত্ব গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশে অংশগ্রহণ করা</u>

আমাদের উচিত এমন সুযোগ খোঁজা, যেখানে নেক ও ধার্মিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে—যে সম্পর্ক একজন মুমিনের আত্মিক উন্নতি সাধন করে, যেমন ইবাদতে অংশ নেওয়া, ধর্মীয় আলোচনায় উপস্থিত থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে।

এই ধরনের বন্ধুত্ব আমাদের নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে—যেমন দান-সদকার কাজে অংশ নেওয়া, সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া এবং অন্যদের উপকারে আসা।

প্রিয় ভাইয়েরা,

নিশ্চয়ই, যখন আমরা আন্তরিক সঙ্গীদের ঘিরে থাকি, যারা একসঙ্গে নেক কাজের দিকে এগোচ্ছে, তখন আমাদের জন্য নেক কাজ স্থিরভাবে পালন করা সহজ হয়ে যায়।

একই সঙ্গে, যদি আমাদের কোনো বন্ধু অতীতে ভুল করেছে এবং পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখাচ্ছে, আসুন আমরা তাদের সাহায্য ও সমর্থন করি।

তাদের আল্লাহর রহমতের দিকে উত্তমভাবে (ইহসানসহ) দিকনির্দেশনা দিই, যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন:

“যে কেউ কাউকে ভলো কাজের দিকে নির্দেশ করবে, তার জন্যও সেই কাজটি সম্পাদনকারীর মতই সওয়াব হবে।” (বর্ণনা করেছেন মুসলিম)

সম্মানিত সুধী,

ভালো বন্ধুত্ব শুধুমাত্র তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার বিষয় নয়, যাদের আমরা পছন্দ করি, বরং তা সেই বন্ধুত্বের দিকে যা আমাদের আল্লাহর প্রিয় ও সন্তুষ্ট বান্দা হতে সাহায্য করে।

আসুন আমরা এমন বন্ধু হই যারা মনে করিয়ে দেয়, শুধু বিনোদন দেয় না; যারা পরামর্শ দেয়, একে অপরকে অবমূল্যায়ন বা বিচার করে না।

আল্লাহর রহমতে আমাদের এই দুনিয়ার প্রতিটি বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের তাদের মধ্যে রাখেন যারা তাকওয়ার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব করে, একে অপরকে ভলো কাজে শক্তিশালী করে, এবং যাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

আমিন, ইয়া রাব্বুল ‘আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كما أَمَر، وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِين، وَتابِعِي التَّابِعِين، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ

لِلْعالَمِ كُلِّهِ وَلِلنّاسِ أَجْمعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكرِ وَالبغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.